

**United
States
Embassy
Dhaka**

ART in Embassies Exhibition



Tula Telfair, Parallels Between Narrative and Spatial Sequences, 2004 + Oil on canvas + 47 ¾ x 88 in.
Courtesy of Forum Gallery, New York. + Photo credit: © Tula Telfair, Courtesy of Forum Gallery, New York

টুলা টেলফেয়ার, প্যারালালস বিটুইন ন্যারেটিভ অ্যান্ড স্প্যাশাল সিকুয়েন্সেস, ২০০৪ + অয়েল অন ক্যানভাস + ৪৭ ৩/৪ x ৮৮ ইঞ্চি (১২১.৩ x ২২৩.৫ সে.মি.) +
ফোরাম গ্যালারি, নিউ ইয়র্কের সৌজন্যে; ফটো: টুলা টেলফেয়ার, ফোরাম গ্যালারি, নিউ ইয়র্কের সৌজন্যে

THE SHELTERING LAND

I am pleased to welcome you to the residence of the United States Ambassador to Bangladesh, and to invite you to enjoy the works of art presented in this exhibition, entitled “The Sheltering Land.”

Each of the artists displayed here reflects in his or her work the great love and respect that the American people have for our natural environment. Forests, mountains, and the wide open sky are images which figure prominently in our folklore, our folk songs, and the history of our nation. This is an important link we share with the people of Bangladesh, who also have a rich tradition of songs and stories that celebrate their deep connection to the land and sea. To escape the stress and strain of modern life, Americans and Bangladeshis both dream of retreating to nature’s sanctuaries, whether they be the green fields of ancestral lands in Bangladesh or the meadows, mountains, and forests of the United States.



“The Sheltering Land” reflects my own love of the environment. I grew up in a rural area of New Jersey, near the Pine Barrens, a national reserve of over one million acres of heavily-forested coastal plain. Development in the Pine Barrens is strictly controlled to preserve its unique biodiversity and its vital role in the region’s environmental equilibrium.

The United States Agency for International Development in Bangladesh works with communities to safeguard their dwindling natural resources, in particular protected forest areas. The initiative focuses on cooperative management, giving local communities greater responsibility for the forest resources in their area. This effort has generated interest by the local populace in promoting biodiversity as an attraction for ecotourism. In addition, the productive uses of non-timber forest products is now seen as an incentive for people to take a greater interest in preserving forest areas.

This exhibition serves as an invaluable addition to traditional diplomacy and provides the U.S. Embassy with another opportunity to reach out to the people of Bangladesh across political and cultural boundaries. I hope you enjoy the artwork and find that it gives you an opportunity to consider the vital relationship we have with the environment around us. I would like to thank the artists as well as galleries for their generosity in sharing these beautiful works with us in Bangladesh, and the ART in Embassies Program of the U.S. Department of State for making this exhibition possible.

A handwritten signature in black ink that reads "Patricia A. Butenis".

Patricia A. Butenis
Ambassador

Dhaka
December 2006

দি শেল্টারিং ল্যান্ড

রাষ্ট্রদূত প্যাট্রিসিয়া এ. বিউটেনিস-এর উদ্বোধনী মন্তব্য

বাংলাদেশে আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে আপনাদেরকে স্বাগত জানাতে গেলে আমি আনন্দিত। এখানে প্রদর্শিত “দ্য শেল্টারিং ল্যান্ড” শীর্ষক শিল্পকর্ম উপভোগ করার জন্য আমি আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এখানে রক্ষিত প্রতিটি শিল্পকর্মে প্রত্যেক শিল্পী তার চিত্রকর্মে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি আমেরিকান জনগণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসাকে বিধৃত ও প্রতিফলিত করেছেন। বনজঙ্গল, পাহাড়, এবং বিশাল অব্যবহৃত আকাশ, আমাদের গল্পকাহিনী, আমাদের লোক সঙ্গীত, একই আমাদের জাতির ইতিহাস এইসব চিত্র কর্মে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ সূত্র যেটা আমরা বাংলাদেশের জনগণের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে অগ্রহী কারণ তাদের রয়েছে সঙ্গীত এবং গল্পকাহিনীর এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য যার মাধ্যমে ভূমি ও সাগরের সাথে তাদের গভীর সখ্যতার প্রতিফলন ঘটেছে। আধুনিক জীবনের অশান্তিকর চাপ এবং যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমেরিকান ও বাংলাদেশীরা প্রকৃতির আশ্রয়ে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। সেই প্রকৃতি পিতৃপুরুষের সবুজ জমিন হতে পারে অথবা যুক্তরাষ্ট্রের তৃণভূমি, পাহাড়, এবং বনজঙ্গলও হতে পারে।

“দি শেল্টারিং ল্যান্ড”-এ প্রকৃতির প্রতি আমার নিজের প্রেমেরও প্রতিফলন ঘটেছে। নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের কাছে পাইন ব্যারেনস-এ একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কাছে একটি পলী এলাকায় আমি বেড়ে উঠেছি। এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলটি দশ লাখ একরেরও অধিক উপকূলীয় সমভূমির মাঝে একটি গভীর বনাঞ্চল। এই এলাকাটির উন্নয়ন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয় যাতে এর অনন্য জীববৈচিত্র্য বজায় থাকে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকাটির প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিবেচিত হয়ে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি) এদেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে বাংলাদেশের ক্ষয়িষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বিশেষ করে সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলো সংরক্ষণের জন্য। এই উদ্যোগের একটি উলেখযোগ্য দিক হল স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংশ্লিষ্ট বনাঞ্চল সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অধিকতর এবং সম্মিলিত দায়িত্ব প্রদান। এই উদ্যোগ জীববৈচিত্র্য বিকাশ এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করেছে কারণ এই সব বনাঞ্চল দেখতে আসা প্রকৃতিপ্রেমীরা পরিবেশের কোলে হারিয়ে যায়। এ ছাড়া যে সব গাছে তক্তা হয় না সেগুলো বনাঞ্চল রক্ষার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের কাছে একটি উৎসাহমূলক পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করে থাকে।

এই প্রদর্শনী সনাতন কূটনীতির মধ্যে একটি অমূল্য সংযোজন। এটি রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মাঝে বাংলাদেশের জনগণের কাছে পৌছানোর লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসকে আরেকটি সুযোগ এনে দিয়েছে। আমি আশা করি আপনারা এই শিল্প কর্ম উপভোগ করবেন। আপনারা এটাও অনুভব করতে পারবেন যে আমাদের পরিবেশের সাথে আমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে সেটা অনুধাবন করার লক্ষ্যে এই প্রদর্শনী আপনাদেরকে একটি সুযোগ করে দেবে। আমি সংশ্লিষ্ট শিল্পীবৃন্দ ও গ্যালারীগুলোকে বাংলাদেশে এই শিল্পকর্ম প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাদের আগ্রহ দেখানোর জন্য এবং যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ‘দূতাবাসে শিল্পকর্ম প্রদর্শনী কর্মসূচী’-কে এই প্রদর্শনী সম্ভব করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্যাট্রিসিয়া এ. বিউটেনিস
রাষ্ট্রদূত

THE ART IN EMBASSIES PROGRAM

The ART in Embassies Program (ART) is a unique blend of art, diplomacy, and culture. Regardless of the medium, style, or subject matter, art transcends barriers of language and provides the means for the program to promote dialogue through the international language of art that leads to mutual respect and understanding between diverse cultures.

Modestly conceived in 1964, ART has evolved into a sophisticated program that curates exhibitions, managing and exhibiting more than 3,500 original works of loaned art by U.S. citizens. The work is displayed in the public rooms of some 180 U.S. embassy residences and diplomatic missions worldwide. These exhibitions, with their diverse themes and content, represent one of the most important principles of our democracy: freedom of expression. The art is a great source of pride to U.S. ambassadors, assisting them in multi-functional outreach to the host country's educational, cultural, business, and diplomatic communities.

Works of art exhibited through the program encompass a variety of media and styles, ranging from eighteenth century colonial portraiture to contemporary multi-media installations. They are obtained through the generosity of lending sources that include U.S. museums, galleries, artists, institutions, corporations, and private collections. In viewing the exhibitions, the thousands of guests who visit U.S. embassy residences each year have the opportunity to learn about our nation – its history, customs, values, and aspirations – by experiencing firsthand the international lines of communication known to us all as art.

The ART in Embassies Program is proud to lead this international effort to present the artistic accomplishments of the people of the United States. We invite you to visit the ART web site, <http://aiep.state.gov>, which features on-line versions of all exhibitions worldwide.

দূতাবাসে শিল্পকর্ম প্রদর্শনী কর্মসূচী

দূতাবাসে শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর কর্মসূচী (এআরটি - আর্ট) হচ্ছে শিল্পকলা ও কূটনীতি এবং রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের এক অভূতপূর্ব সন্নিবেশ। মাধ্যম, আঙ্গিক কিংবা বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, শিল্পকলা অনায়াসে ডিঙ্গিয়ে যায় ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা। একই সাথে এই কর্মসূচী শিল্পকলার বৈশ্বিক আবেদনের ভিত্তিতে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টি ও শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলার পথ গড়ে তোলে।

১৯৬৪ সালে অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকারে যে কর্মসূচীর সূচনা হয়েছিল সেই 'আর্ট' এখন সাড়ে তিন হাজারেরও বেশী মূল শিল্পকর্ম-সমৃদ্ধ এক বিশাল দৃষ্টিনন্দন প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ঋণস্বরূপ এসব মূল্যবান শিল্পকর্ম প্রদান করেছে। এই শিল্পকর্মগুলো সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ১৮০ টি দেশে মার্কিন দূতাবাসের বিভিন্ন বাসভবন ও কূটনৈতিক মিশনসমূহে প্রদর্শিত হচ্ছে। এসব প্রদর্শনীর মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় বিষয় ও ভাবানুষ্ণের আশ্রয়ে নিঃশব্দে হলেও খুবই জোরালোভাবে যা প্রকাশ পেয়েছে তা আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্দেশনা: বাক স্বাধীনতা। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতদের জন্য গৌরবের এক মহান উৎসই হচ্ছে শিল্পকলা; কেননা এর মাধ্যমেই তারা সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ব্যবসায়িক পরিমন্ডল এবং কূটনৈতিক সম্প্রদায়ের সংগে বহুমুখী সম্পর্কসূত্র গড়ে তোলেন।

এই কর্মসূচীর আওতায় প্রদর্শিত শিল্পকর্মে অষ্টাদশ শতকের ঔপনিবেশিক পোর্ট্রেট ঐতিহ্য থেকে সাম্প্রতিক কালের কাচ-স্থাপত্যের নিদর্শনসহ বহুবিচিত্র মাধ্যম ও আঙ্গিক বিধৃত হয়েছে। এসব শিল্পকর্ম ঋণ হিসেবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জাদুঘর, গ্যালারী, শিল্পী, প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন এবং বেসরকারি সংগ্রাহকদের বদান্যতায়। প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন দূতাবাসের বাসভবনসমূহে আগত হাজার হাজার অতিথি এসব প্রদর্শনী দেখে আমাদের জাতিসত্তা - এর ইতিহাস, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ এবং আশা-আকাংখা সম্পর্কে অবগত হবার সুযোগ পান। সকলে যা 'শিল্প' বলে জানেন সেই আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ভাষাতেই তারা এগুলো সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

দূতাবাসে শিল্পকর্ম প্রদর্শনী কর্মসূচীর মাধ্যমে বিশ্ব পরিসরে মার্কিন জনগণের শৈল্পিক অর্জনের শ্রেষ্ঠ নমুনা তুলে ধরার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পেরে আমরা গর্বিত। আমরা আপনাদেরকে 'আর্ট'-এর ওয়েবসাইট <http://aiep.state.gov> দেখতে আমন্ত্রণ জানাই। এখানে আপনারা এই কর্মসূচীর বিশ্বব্যাপী সকল প্রদর্শনী অন-লাইনে উপভোগ করতে পারবেন।

Constance Bergfors

born 1931

Starting with logs gathered from various sources, Constance Bergfors cleans off the bark and the outer softer sapwood with an ax and a chainsaw. The remaining log is sanded smooth. She then makes many drawings and small clay maquettes of the imagined piece. After drawing on the actual log, the carving begins with a chainsaw and various chisels. When the form is satisfactory, a long sanding process begins using high speed machines and ending with hand sanding. The whole work is then treated with several coats of preservative. The final operation involves more sanding and oiling to achieve a hard, protective, smooth finish. The process is a very physical task, and a tactile one. For Bergfors the senses of rhythm, touch, and texture are important.

Constance Bergfors received her Master of Arts degree from Smith College, Northampton, Massachusetts; she later studied painting and drawing in Washington, D.C., at the Corcoran School of Art. Bergfors' husband's Foreign Service assignment took the family to Italy, where she continued her studies at the Accademia di Belle Arte in Palermo, Naples, and Rome.

Three years in Conakry, Guinea, in West Africa and one year in the Var region of southern France, refined her early paintings into floating color shapes with movement and relationships similar to her present sculpture.

কনস্ট্যান্স বার্গফোর্স

জন্ম: ১৯৩১

বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রথমে গাছের গুঁড়ি যোগাড় করে কনস্ট্যান্স বার্গফোর্স কুঠার আর ঘূর্ণায়মান করাত দিয়ে সেগুলো থেকে ছাল-বাকল আর বাইরের নরম স্তর পরিষ্কার করেন। ছাল-বাকল পরিষ্কার করার পর গাছের গুঁড়টাকে ঘষে-মেজে মসৃণ করে তোলা হয়। এরপর তিনি বহু ড্রয়িং আঁকেন এবং নিজের মনে যে সব ভাস্কর্যের কল্পনা করেন সেগুলোর ছোট ছোট মডেল তৈরি করে নেন। আসল গাছের গুঁড়িতে সেগুলোর ড্রয়িং করে নেয়ার পর একটি ঘূর্ণায়মান করাত আর বিভিন্ন ধরনের বাটালি দিয়ে খোদাই করার কাজ শুরু হয়। কাঠামোটা যখন একটা সন্তোষজনক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে যায় সে সময় উচ্চ গতিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে সেটা মসৃণ করার কাজ শুরু হয়। এই ঘষামাজার কাজ শেষ হয় শিরিষ কাগজ দিয়ে হাতে ঘষে। এর পর পুরো কাজটির ওপর বেশ কয়েক বার করে প্রিজার্ভেটিভ-এর প্রলেপ দেয়া হয়। এটিকে সম্পূর্ণভাবে মসৃণ করে তোলার জন্য আরো অনেক বার শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষা হয় এবং এর যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সে জন্য এটাতে তেল দেয়া হয় এক ধরনের মসৃণতা আনার জন্য। এই প্রক্রিয়াটি একটি কঠিন ও শারীরিক পরিশ্রমের কাজ এবং স্পর্শের মাধ্যমে বুঝতে হয় কাজটি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি না। বার্গফোর্সের কাছে ছন্দ, স্পর্শ এবং বয়ন-বিন্যাসের ইন্দ্রিয়গুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের নর্দাম্পটনের স্মিথ কলেজ থেকে কনস্ট্যান্স বার্গফোর্স চারুকলায় তার মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে ওয়াশিংটন ডি.সি.-র কর্কোরান স্কুল অব আর্ট থেকে তিনি পেইন্টিং ও ড্রয়িং বিষয়ে আরো পড়াশোনা করেন। বার্গফোর্সের স্বামী ফরেন সার্ভিসে চাকুরি সূত্রে পরিবার নিয়ে ইতালিতে বাস করার সময় তিনি রোমে এবং নেপলসের পালেরমো-তে 'অ্যাকাডেমিয়া ডি বেলি আর্ট'-এও তার পড়াশোনা অব্যাহত রাখেন।

পশ্চিম আফ্রিকার গিনি-র কোণাক্রি-তে তিন বছর এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় ফ্রান্সের ভার অঞ্চলে এক বছর বসবাস বার্গফোর্সের তার প্রথম দিকের পেইন্টিং-গুলোতে ভাসমান রঙের আকার আরো পরিপূর্ণ করে তুলেছে এবং তার এখনকার ভাস্কর্যের সাথে একই ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।



Come On Now, 2006 + Cherry wood + 46 x 21 x 21 in. total + Courtesy of the artist, Cabin John, Maryland

কাম অন নাউ ২০০৬ + চেরি উড + ৪৬ x ২১ x ২১ ইঞ্চি (১১৯.৮ x ৫৩.৩ x ৫৩.৩ সে.মি.) + শিল্পীর সৌজন্যে, কেবিন জন, মেরিল্যান্ড

John Fitzsimmons

(born 1953)

John Fitzsimmons' painting explores the intimate space experienced as a "witness to a slice of life." He gravitates towards the random and the chaotic and makes use of those unresolved tensions in his paintings. Fitzsimmons writes "I take what could be considered a random glance of a tree, stream or a patch of ground, and explore its space and light. The negative space is no less important as an object."

Fitzsimmons studied fine arts at the State University of New York in New Paltz, and received his diploma in painting and printmaking from the Art Academy of Cincinnati, Ohio, in 1977.

জন ফিটসিমন্স

জন্ম: ১৯৫৩

জন ফিটসিমন্স-এর শিল্পকর্মগুলো যেন "জীবনের এক টুকরো অভিজ্ঞতার" সাক্ষী। জীবনের এলোমেলো বিশৃঙ্খল দিকগুলো তাকে আকৃষ্ট করে এবং তার আঁকা ছবিগুলোতে সেই সব জবাব খুঁজে না পাওয়া প্রশ্নগুলোই তিনি তুলে ধরেছেন। ফিটসিমন্স লিখেছেন, "একটি গাছ, নদী বা ছোট্ট এক টুকরো পোড়ো জমি – এগুলোর দিকে এক বলক তাকিয়ে আমি যা ভাবি তারই স্পেস আর লাইট আমি নিরীক্ষা করি। বস্তু হিসেবে 'নেগেটিভ স্পেস'-ও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।"

নিউ পাল্জ-এ স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক-এ চারুকলায় পড়াশোনা করেছেন ফিটসিমন্স। ১৯৭৭ সালে ওহায়ো রাজ্যের 'আর্ট অ্যাকাডেমি অব সিনসিনাটি' থেকে পেইন্টিং ও ছাপচিত্রে তিনি ডিপোমা লাভ করেন।



Here in This Spring, 2006 • Oil on panel • 20 x 80 in. • Courtesy of the artist, Fayetteville, New York

হিয়ার ইন দিস স্প্রিং, ২০০৬ • অয়েল অন প্যানেল • ২০ x ৮০ ইঞ্চি (৫০.৮ x ২০৩.২ সে.মি.) • শিল্পীর সৌজন্যে, ফায়োটভিল, নিউ ইয়র্ক



Sea of Green, 2006 + Oil on panel + 36 x 80 in. + Courtesy of the artist, Fayetteville, New York

সি অব গ্রিন, ২০০৬ + অয়েল অন প্যানেল + ৩৬ x ৮০ ইঞ্চি (৯১.৪ x ২০৩.২ সে.মি.) + শিল্পীর সৌজন্যে, ফায়েটভিল, নিউ ইয়র্ক

Janaki Lennie

From the series *Breathing Space*, Janaki Lennie's paintings explore the possibility of calm in the midst of chaotic contemporary experience, which is often characterized by a profound disconnection from the natural world and each other. Even with colors distorted by chemicals and light pollution, glimpses of the sky seen between the intrusions of the city are strangely beautiful and offer a path to reconnect with mythic notions of earth and stars.

Lennie writes “As a society, our concepts of beauty are conditioned by images of pristine natural wilderness. At the same time, in the quest for convenience and development, structures like freeways and power lines tear at our landscapes with indifference. The search for inspiration in a cluttered, mundane world sometimes leads our gaze upward. In my recent work, the void of the sky, framed by glimpses of natural and man-made artifacts, becomes the focus of an inchoate yearning, providing space for escape and a point of contact with the natural world.”

Lennie received her Bachelor of Arts degree in painting and sociology from Curtin University of Technology, Perth, Western Australia, and her Master of Fine Arts degree in 1999 from the University of Houston, Texas.

জানাকি লেনি

‘ব্রিডিং স্পেস’ সিরিজ থেকে জানাকি লেনি-র চিত্রকর্মগুলো সমসাময়িক বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতার মধ্যে সন্ধান দেয় প্রশান্তির সম্ভাবনার, যার বৈশিষ্ট্য হলো প্রাকৃতিক পৃথিবী থেকে এবং একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্নতা। এমনকি বিভিন্ন রাসায়নিক ও আলোক দূষণ দ্বারা বিকৃত হয়ে যাওয়া রং আর নগর জীবনের ফাঁক দিয়ে দেখা যাওয়া এক টুকরো আকাশও হতে পারে অদ্ভুতভাবে সুন্দর। এই পৃথিবী আর তারকারাজির মাঝে যে পৌরাণিক সম্পর্ক রয়েছে লেনি-র ছবিগুলো যেন সেগুলোর মাঝে যোগাযোগেরই একটা পথ করে দেয়।

লেনি লিখেছেন, “একটি সমাজ হিসেবে সৌন্দর্য সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলো আদিম প্রাকৃতিক বন্যতার প্রতিচ্ছবি দিয়ে শাসিত। একই সাথে সুযোগ-সুবিধা এবং উন্নয়নের জন্যে নির্মিত মহাসড়ক আর বিদ্যুতের তারগুলো অতি অনায়াসে আমাদের ল্যান্ডস্কেপ-এর মধ্যে ঢুকে পড়ে। এই এলোমেলো গতানুগতিক পৃথিবীতে অনুপ্রেরণার অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাদেরকে মাঝে মাঝে উপরের দিকে তাকাতে হয়। আমার সাম্প্রতিক কাজগুলোতে প্রাকৃতিক ও মানুষ-নির্মিত বস্তুর ফাঁক-ফোঁকড় দিয়ে আকাশের যে রিজুতা চোখে পড়ে তা একটি অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকেই আলোকপাত করে, আমাদের পালিয়ে বাঁচার একটা পরিসর জোগায়, এই প্রাকৃতিক পৃথিবীর সঙ্গে রচনা করে যোগসূত্র।”

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থে কার্টিন ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি থেকে লেনি পেইন্টিং ও সমাজবিজ্ঞানে তার ব্যাচেলর অব আর্টস ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে টেক্সাসের ইউনিভার্সিটি অব হিউস্টন থেকে লেনি চারুকলায় তার মাস্টার্স ডিগ্রি নেন।



Breathing Space 108, 2006 + Oil on acrylic panel + 45 x 36 in. + Courtesy of the artist, and Rudolph Projects/
ArtScan Gallery, Houston, Texas

ব্রিদিং স্পেস ১০৮, ২০০৬ + অয়েল অন অ্যাক্রিলিক প্যানেল + ৪৫ x ৩৬ ইঞ্চি (১১৪.৩ x ৯১.৪ সে.মি.) + শিল্পীর সৌজন্যে, এবং রুডল্ফ প্রোজেক্টস /
আর্টস্ক্যান গ্যালারি, হিউস্টন, টেক্সাস



Breathing Space 116, 2006 + Oil on acrylic panel + 45 x 36 in. + Courtesy of the artist, and Rudolph Projects/
ArtScan Gallery, Houston, Texas

ব্রিদিং স্পেস ১১৬, ২০০৬ + অয়েল অন অ্যাক্রিলিক প্যানেল + ৪৫ x ৩৬ ইঞ্চি (১১৪.৩ x ৯১.৪ সে.মি.) + শিল্পীর সৌজন্যে, এবং রুডল্ফ প্রোজেক্টস /
আর্টস্ক্যান গ্যালারি, হিউস্টন, টেক্সাস

Peter Schroth

born 1955

Peter Schroth writes in his artist's statement, "I am a painter who works with landscape imagery. The work emphasizes light and space and is characterized by simplicity of composition and a minimal presentation of information. I find these qualities to be both highly evocative and visually succinct. I aim to employ this formality of structure to balance the more integrating elements of color and surface. These paintings are intended to refer to broad, general ideas regarding the landscape, and spring as much from our collective knowledge of the subject as they do from observation, and ultimately are less representations of nature than they are metaphors for human mental and emotional states. "

Schroth received his Bachelor of Fine Arts degree from Syracuse University, New York, and his Master of Fine Arts degree from the University of Colorado. He has worked as a teacher since 1981, and currently is Professor of Foundations at Savannah College of Art and Design, Georgia. Schroth's works have been exhibited in the United States, Ireland, Poland, and Finland, in both solo and group shows. He has received many awards and residencies including a Millay Colony residency in Austerlitz, New York, a Pollock-Krasner Foundation Award; a Yaddo artists' colony residency in Saratoga Springs, New York; and a MacDowell Colony residency in Peterborough, New Hampshire.

পিটার স্ক্রথ

জন্ম: ১৯৫৫

পিটার স্ক্রথ তার শিল্পীর বক্তব্যে লিখেছেন, "আমি একজন চিত্রশিল্পী যে ল্যান্ডস্কেপ চিত্রকল্প নিয়ে কাজ করে। এই কাজগুলোতে আলো এবং স্পেস-এর ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এই কাজগুলো বৈশিষ্ট্যে সরল এবং এগুলোতে ন্যূনতম তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমার কাছে খুবই স্মৃতি-জাগানিয়া এবং এই চিত্রকর্মগুলোতে সংক্ষেপেই অনেক কিছু তুলে ধরা হয়েছে। রং এবং সারফেসের মতো অধিকতর সমন্বয়শীল উপাদানের ভারসাম্য বজায় রাখতে কাঠামোর এই ধরনের আকার-প্রকারকে কাজে লাগানোই আমার লক্ষ্য। ল্যান্ডস্কেপ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেয়াই এই পেইন্টিংগুলোর লক্ষ্য। সমবেত জ্ঞান এবং পর্যবেক্ষণ থেকে এই বিষয়গুলো পাওয়া গেছে এবং এগুলো যতোটা না প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব করছে তার চাইতে বেশি এখানে মানুষের মানসিক এবং আবেগজনিত অবস্থার রূপকই বেশি প্রকাশিত হয়েছে।"

নিউ ইয়র্কের সাইরাকিউজ ইউনিভার্সিটি থেকে স্ক্রথ তার ব্যাচেলর অব ফাইন আর্টস এবং ইউনিভার্সিটি অব কলোরাডো থেকে মাস্টার অব ফাইন আর্টস ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮১ সাল থেকে তিনি একজন শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন এবং বর্তমানে জর্জিয়ার রাজ্যের ফাউন্ডেশনস অ্যান্ড সাভানা কলেজে অধ্যাপনা করছেন। স্ক্রথ-এর কাজ এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, আয়ারল্যান্ড, পোল্যান্ড এবং ফিনল্যান্ডে প্রদর্শিত হয়েছে এককভাবে ও অন্যদের সাথে। তিনি এ যাবৎ বহু পুরস্কার লাভ করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে নিউ ইয়র্কের অস্টারলিৎজ-এর মিলে কলোনি রেসিডেন্সি, পোলক-ক্রাসনার ফাউন্ডেশন অ্যাওয়ার্ড, নিউ ইয়র্কের সারাটোগা স্প্রিংস-এর ইয়াডো আর্টিস্টস কলোনি রেসিডেন্সি এবং নিউ হ্যাম্পশায়ারের পিটারবরো-তে ম্যাকডাওয়েল কলোনি রেসিডেন্সি।



Trees, Tall Pine III, 2003 + Oil on panel + 14 x 14 in. + Courtesy of the artist, Jersey City, New Jersey

ট্রি, টল পাইন থ্রি, ২০০৩ + অয়েল অন প্যানেল + ১৪ x ১৪ ইঞ্চি (৩৫.৬ x ৩৫.৬ সে.মি.) + শিল্পীর সৌজন্যে, জার্সি সিটি, নিউ জার্সি



Boundary III, 2003 + Oil on panel + 14 x 17 in. + Courtesy of the artist, Jersey City, New Jersey

বাউন্ডারি থ্রি, ২০০৩ + অয়েল অন প্যানেল + ১৪ x ১৭ ইঞ্চি (৩৫.৬ x ৪৩.২ সে.মি.) + শিল্পীর সৌজন্যে, জার্সি সিটি, নিউ জার্সি



Between the Yards II, 2003 + Oil on panel + 17 x 14 in. + Courtesy of the artist, Jersey City, New Jersey

বিটুইন দি ইয়ার্ডস টু, ২০০৩ + অয়েল অন প্যানেল + ১৭ x ১৪ ইঞ্চি (৪৩.২ x ৩৫.৬ সে.মি.) + শিল্পীর সৌজন্যে, জার্সি সিটি, নিউ জার্সি

Tula Telfair

born 1961

Tula Telfair builds and frames her fictional visions with brilliant color that illuminates her enormous, active, and unforgettable skies. Horizons are transitory spaces, alive with the intensity of reflected luminance; clouds are spectacular dramas, unfolding and revealing their stories. A third element, the mountains, illustrates the harmony within nature, the dialogue between its elements. In Telfair's paintings, there is the suggestion of what has happened or will happen. They communicate by combining stillness with motion, solitude with universality, and definition with suggestion. Since 1993 Telfair has been making polytychs by combining landscape panels with panels of pure color to investigate how we accumulate information, one image defining and informing another. All of her landscapes are fabricated in the studio from recollections of moments spent in nature, not from observed landscapes or photographs.

Telfair spent her childhood in West Central Africa. A grant recipient and graduate of Moore College of Art, Philadelphia, Pennsylvania, she was a graduate fellow and received a Masters of Fine Art degree at Syracuse University, New York. She was first employed as an instructor at Wesleyan University in Connecticut, subsequently becoming Chair of its Department of Art and Art History and then Acting Dean of the school.

Courtesy of Forum Gallery, New York

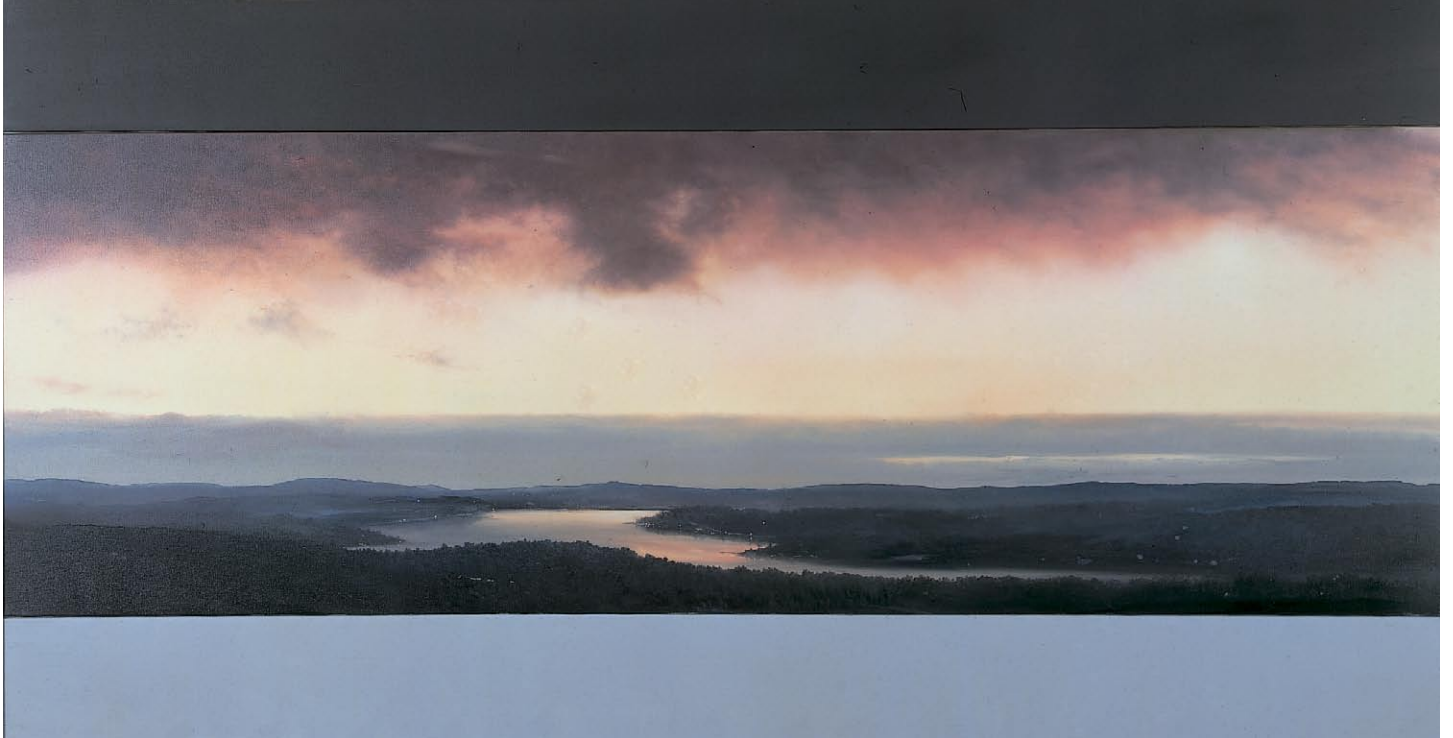
টুলা টেলফেয়ার

জন্ম: ১৯৬১

টুলা টেলফেয়ার তার কল্পিত দৃশ্যকল্প অতি চমৎকার রং দিয়ে গড়েন যা তার বিশাল, সক্রিয় আর অবিস্মরণীয় আকাশকে আলোকিত করে তোলে। দিগন্তগুলো স্বল্পকালস্থায়ী, এগুলো জেগে ওঠে প্রতিফলিত আলোর তীব্রতা দিয়ে। মেঘগুলো জমকালো নাটকীয়তায় পূর্ণ। এরা সবাই যেন নিজেদেরকেই প্রকাশ করছে। একটি তৃতীয় উপাদান পর্বতমালা প্রকৃতির মধ্যকার একাত্মতা প্রকাশ করছে, নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। টেলফেয়ারের আঁকা ছবিগুলোতে কি ঘটেছে বা কি ঘটবে তারই আভাস রয়েছে। এগুলোতে গতির সাথে স্থিরতার, নির্জনতার সাথে সার্বজনীনতার, সংজ্ঞার সাথে প্রস্তাবনার সমন্বয় ঘটেছে। সেই ১৯৯৩ সাল থেকে টেলফেয়ার ল্যান্ডস্কেপ প্যানেলের সাথে বিশুদ্ধ রঙের প্যানেলের সমন্বয় ঘটিয়েছেন, ছবিগুলো সব পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছেন এটা খতিয়ে দেখার জন্য যে আমরা কিভাবে তথ্য পুঞ্জীভূত করি, একটি চিত্রকল্প তৈরি করি আর অন্যটি সম্পর্কে জানাই। প্রকৃতির মাঝে তিনি যে মুহূর্তগুলো কাটিয়েছেন তার সমস্ত ল্যান্ডস্কেপগুলোতেই তিনি স্টুডিও-তে বসে সেই সব স্মৃতিই আবার নির্মাণ করেছেন। এগুলো তিনি প্রকৃতির মাঝে বসে বা কোন ফটোগ্রাফ থেকে আঁকেননি।

টুলা টেলফেয়ার তার ছেলেবেলা কাটিয়েছেন পশ্চিম মধ্য আফ্রিকায়। পেনসিলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়ায় মুর কলেজ অব আর্ট-এর গ্র্যাজুয়েট এবং বৃত্তি পাওয়া টুলা নিউ ইয়র্কের সাইরাকিউজ ইউনিভার্সিটি-র একজন গ্র্যাজুয়েট ফেলো এবং সেখান থেকেই তিনি তার মাস্টার অব ফাইন আর্ট ডিগ্রি লাভ করেন। কানেটিকাটের ওয়েসলিয়ান ইউনিভার্সিটি-র একজন ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে প্রথম চাকুরি করেন তিনি। পরবর্তীতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলা ও শিল্পকলা ইতিহাস বিভাগের চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করেন এবং একই স্কুলে ভারপ্রাপ্ত ডিনের দায়িত্বও পালন করেন।

ফোরাম গ্যালারি-র সৌজন্যে, নিউ ইয়র্ক



Parallels Between Narrative and Spatial Sequences, 2004 + Oil on canvas + 47 ¾ x 88 in. + Courtesy of Forum Gallery, New York; Photo credit: © Tula Telfair, courtesy of Forum Gallery, New York

প্যারালাল্‌স বিটুইন ন্যারেটিভ অ্যান্ড স্প্যাশাল সিকুয়েন্সেস, ২০০৪ + অয়েল অন ক্যানভাস + ৪৭ ৩/৪ x ৮৮ ইঞ্চিঃ (১২১.৩ x ২২৩.৫ সে.মি.) + ফোরাম গ্যালারি, নিউ ইয়র্কের সৌজন্যে; ফটো: টুলা টেলফেয়ার, ফোরাম গ্যালারি, নিউ ইয়র্কের সৌজন্যে

ACKNOWLEDGMENTS

Washington

Anne Johnson, Director, ART in Embassies Program

Imtiaz Hafiz, Curator

Jamie Arbolino, Registrar

Marcia Mayo, Publications Editor

Sally Mansfield, Publications Project Coordinator

Amanda Brooks, Imaging Manager

Dhaka

Translation by Marina Yasmin, Press Section

Vienna

Alexander Slabihoud, Graphic Designer

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ওয়াশিংটন

অ্যান জনসন, পরিচালক, 'আর্ট ইন এমবাসিজ প্রোগ্রাম'

ইমতিয়াজ হাফিজ, কিউরেটর

জেমি আর্বোলিনো, রেজিস্ট্রার

মার্সিয়া মেয়ো, প্রকাশনা সম্পাদক

স্যালি ম্যান্সফিল্ড, প্রকাশনা প্রকল্প সমন্বয়ক

অ্যামান্ডা ব্রুক্স, ইমেজিং ম্যানেজার

ঢাকা

অনুবাদ: মেরিনা ইয়াসমিন, প্রেস সেকশন যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস



Published by the ART in Embassies Program
U.S. Department of State, Washington, D.C.
February 2007